

১)	প্রযুক্তির নাম	:	উপকূলীয় চরাঞ্চলে সূর্যমুখী উৎপাদনে ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার														
২)	প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য	:	১। সূর্যমুখী উৎপাদনে ১.৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্টের পাশাপাশি সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা (আইপিএনএস) ভিত্তিক রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়; ২। মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি পায়; ৩। রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা ও ব্যবহার কমানো যায়।														
৩)	প্রযুক্তির উপযোগিতা	:	এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের উপকূলীয় নোয়াখালী (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৮) পটুয়াখালী (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৩) এবং সাতক্ষীরা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৩) অঞ্চলের জন্য উপযোগী।														
৪)	মাঠ পর্যায়ে তথ্য	:	শস্য: সূর্যমুখী জাত: বারি সূর্যমুখী-২ সারের মাত্রা: <table border="1"> <thead> <tr> <th>সারের নাম</th> <th>সারের পরিমাণ (প্রতি হেক্টর)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ইউরিয়া</td> <td>২৩৫ কেজি</td> </tr> <tr> <td>টিএসপি</td> <td>১২৫ কেজি</td> </tr> <tr> <td>এমপি</td> <td>৬০ কেজি</td> </tr> <tr> <td>জিপসাম</td> <td>১০ কেজি</td> </tr> <tr> <td>জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট)</td> <td>১.৪ কেজি</td> </tr> <tr> <td>ভার্মিকম্পোস্ট</td> <td>১.৫ টন</td> </tr> </tbody> </table> <p>সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সমুদয় ভার্মিকম্পোস্ট, টিএসপি, এমপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট) এবং অর্ধেক ইউরিয়া সার জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দুই ভাগ করে প্রথম ভাগ চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় ভাগ ৪০-৪৫ দিন পর ফুল ফোটার পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।</p>	সারের নাম	সারের পরিমাণ (প্রতি হেক্টর)	ইউরিয়া	২৩৫ কেজি	টিএসপি	১২৫ কেজি	এমপি	৬০ কেজি	জিপসাম	১০ কেজি	জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট)	১.৪ কেজি	ভার্মিকম্পোস্ট	১.৫ টন
সারের নাম	সারের পরিমাণ (প্রতি হেক্টর)																
ইউরিয়া	২৩৫ কেজি																
টিএসপি	১২৫ কেজি																
এমপি	৬০ কেজি																
জিপসাম	১০ কেজি																
জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট)	১.৪ কেজি																
ভার্মিকম্পোস্ট	১.৫ টন																
৫।	প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি	:	ফলন: ২-২.৩ টন/হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে ১.৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্টের পাশাপাশি সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা (আইপিএনএস) ভিত্তিক রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ১০০% অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় সূর্যমুখীর শতকরা ২০-৩০ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।														

